যুগান্তর

তারিখ ... 06 MAR 2012

পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৪

শিক্ষাকে ব্যবসা কেন্দ্র করতে দেব না : শিক্ষামন্ত্রী

সংসদ রিপোর্টার

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ শিক্ষাকে ব্যবসা হিসেবে না নেয়ার জন্য সবার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, শিক্ষাকে আর কেউ ব্যবসা হিসেবে নিতে পারবে না। শিক্ষা কেন্দ্রকে ব্যবসা কেন্দ্র করতে দেব না। ইতিমধ্যে আমরা এ ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। তবে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালে বলেছিলেন, শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় আয়ের শতকরা ৪ ভাগ ব্যয় করতে হবে। অথচ স্বাধীনতার ৪০ বছর পরও শিক্ষা খাতে আমরা ব্যয় করছি ২.২ ভাগ। সোমবার ডেপুটি স্পিকার কর্নেল (অব.) শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংসদ অধিবেশনে রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এ কথা বলেন। রাষ্ট্রপতির ভাষণের ওপর আরও আলোচনা করেন যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আহাদ আলী সরকার, সরকারি দলের এইচএন আশিকুর রহমান, শামসুর রহমান শরিফ ডিলু, বেগম মাহবুব আরা গিনি, বেগম ফরিদা রহমান, তালুকদার মোহাম্মদ ইউনুস। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান মহাজোট সরকারের তিন বছরের সাফল্যের কথা তুলে ধরে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমরা নিরক্ষরমুক্ত, দুর্নীতিমুক্ত, উচ্চশিক্ষিত আধুনিক ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই। সেভাবেই আমরা নতুন প্রজন্মকে গড়ে তুলছি। আধুনিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্যই হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। তিনি বলেন, ৬০ দিনের মধ্যে এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার ফল ঘোষণা করা হচ্ছে। শিক্ষায় বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, সারা দুনিয়ায় বিপ্লব ঘটে গেছে; কিন্তু আমাদের পাঠ্যপুস্তক ও কারিকুলামে তার কোন প্রভাব নেই। এখনও ১৫ বছর আগের পাঠ্যসূচি দিয়ে শিক্ষা দিতে হচ্ছে। তিনি দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, শিক্ষা নিয়ে কেউ বাণিজ্য করতে পারবে না। শিক্ষা কেন্দ্রকে ব্যবসা কেন্দ্র করতে দেব না। ভর্তি বাণিজ্য আমরা বন্ধ করেছি। তিনি বলেন, আমরা এক হাজার মাদ্রাসা বিল্ডিং তৈরি, ৩১টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স এবং এরাবিক এফিলিয়েটেড বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছি। এইচএন আশিকুর রহমান তার সম্পর্কে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকীর বক্তব্যের সমালোচনা করে বলেন, আমি যুদ্ধাপরাধী হলে ওই সময় কর্মরত শত শত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীও যুদ্ধাপরাধী। কাদের সিদ্দিকী বিএনপি-জামায়াত জোটের ক্রীড়নক হিসেবে কাজ করছেন। তিনি বলেন, টাঙ্গাইল মুক্ত হয় ১১ ডিসেম্বর, কাদের সিদ্দিকী আসেন ১২ ডিসেম্বর। মুক্ত টাঙ্গাইলে এসেই তিনি (কাদের সিদ্দিকী) ন্যাশনাল ব্যাংকসহ অসংখ্য দোকানপাট লুট করেন। স্বাধীনতার পর তার বিশাল অর্থনৈতিক উত্থান এখন মানুষের মুখে মুখে। কাদের সিদ্দিকীর মুক্তিযোদ্ধার উপাখ্যান ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচার করা হয়েছে। নিম্ন পর্যায়ের রাজাকারদের বিনাবিচারে হত্যা করে তিনি বীরত্ব দেখিয়েছেন। টাঙ্গাইল মুক্ত করার জন্য জ্যাকব বাহিনীর সঙ্গে ২০ হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে নিয়ে যোগ দেয়ার কথা ছিল, কিন্তু তিনি যোগ দেননি। কাদের সিদ্দিকীকে কে বঙ্গবীর উপাধি দিয়েছে সেটা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে।